

ঘরের চেলে ঘরে ফিরবে দিগন্ত বড়ুয়া

চলমান এই পৃথিবীটায় বেশ কয়েক ডজন ধর্ম বিরাজমান। বলা দরকার বিজ্ঞানের জন্যই এই পৃথিবীটা চলমান। বাস্তবের আলোয় প্রতিটা ধর্মের এক একজন প্রচারক আছেন। এই প্রচারকেরা নিজের কিছুই প্রচার করেননি। প্রচার করেছেন ইশ্বর ভগবান আল্লার কথা।

একটু বিবেকবান হলে যে কেউ কিছু নিয়ম নীতি বাঁধতে পারে অথাৎ লিখতে পারে। এই নিয়ম নীতি যদি মানুষের কল্যাণে আসে তবে যে কেউ মানলে তাতে দোষের কি? চালাকি করে এই নিয়ম নীতি যদি অদৃশ্য শক্তির কাছে থেকে ধার করা বলা হয় তবে তাকে ধরে নিতে হবে কোন ধান্দাবাজ। কোন অতি মাত্রার চালাকের ধান্দাবাজী। সাধারণ বিজ্ঞানহীন মানুষকে ভয় দেখাতে চাইলে যে করেই হোক ভয় দেখাতে পারে। এই গড আল্লা ইশ্বরের নাম বিক্রি করে আজকের পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষ বেঁচে আছে। উদ্দেশ্য একটাই। সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো। তার বিনিময়ে নিজেদের রসদ বা পূজিপাট্টা যোগার করা।

আমার কাছে বার বার একটি প্রশ্ন মনে জাগে। একবার ভিন্নমতের বিজ্ঞ পাঠক ও লেখকদের কাছে প্রশ্নও করেছিলাম। কেউই লিখেন নাই। তবুও আমার সেই পুরানো প্রশ্নটি আবার করতে মন চাইল। আমি জানতে চাই গড বা ইশ্বর বা আল্লা কি মানুষ নাকি অন্য কোন প্রকারের প্রাণী? মানুষ বা কোন প্রাণী হলে সে কি পুরুষ নাকি মহিলা? লিঙ্গান্তরের কোন লিঙ্গে পড়েন এই প্রাণীটি? এবং কেউ বা কারো বিগত পুরুষের কেউ কি কখনো তাকে দেখেছিলেন? যদি দেখে থাকেন তবে সে দেখতে কেমন ছিল? ব্যাস। এতটুকুই আমার প্রশ্ন।

স্পিরিট আর বিগল-২ এর বিজ্ঞানের পৃথিবীতে কেউ যদি বলতে চান যে, ইশ্বর গড আল্লাদের কেউ দেখে নাই, এটা বিশ্বাসের ব্যাপার, তবে কারো কোন উত্তর দেবার দরকার নাই। আমি ধরে নেব যে আসলে কিছু ধোকাবাজদের ধোকাবাজী এই সব ধর্ম নামের কালোপাহাড় গুলো।

এতসব ভুয়াবাজীর মাঝেও অসহায় মানুষ এই ধর্ম নামের কালো পাহার আকড়ে ধরে পার করেছে এক একটি দিন। কেউ নিস্পেষিত হচ্ছে, কেউ অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। শুধু মাত্র এই কালো পাহাড়ের অভিশাপে। পৃথিবীর নিয়মে গঠিত এই পৃথিবী কোন কালোপাহাড়ের সৃষ্টি নয়। মানুষের সহজার প্রবৃত্তি, একটু একটু শিক্ষিত হলে মানুষ একটু একটু সভ্য হয়। বাস্তব মুখী হয়। যারা শিক্ষিত হতে পারেনি তারা এখনো বন মানুষ রয়ে গেছে, বেশী দূরে যেতে হবে না বাংলাদেশের সিংহভাগ বন মানুষদের কাজ কারবার দেখলেই বুঝা যাবে।

একটু আগেই বলেছি মানুষ একটু বিবেকবান হলেই কিছু নীতি লিখতে পারে। এই বিবেককে প্রকৃষ্ট বিবেকে পরিনত করতে চাই সাধনা, একাগ্রতা। চালাকি যোগ হলেই তা আর বিবেকের ধারে কাছেও থাকে না। মাটির পৃথিবীতে মানুষের দ্বারাই সব কিছুর সৃষ্টি। ধর্ম যদি হয় মানুষের কর্মের প্রতিদিন, ধর্ম যদি হয় মানুষের প্রেমের বিশ্লেষণ তবে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের চেয়ে মহৎ মানব তথা প্রাণী প্রেমী ধর্মের আবির্ভাব হয়নি। আজকের পৃথিবীর প্রকৃত শিক্ষিত তথা মানব গোষ্ঠির প্রয়োজন বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে একটু হলেও পড়ে দেখা। কেউ পড়লে বৌদ্ধ হয়ে যাবে না। স্বয়ং বুদ্ধ নিজেও

বলেগেছেন, “এসো, দেখো, পছন্দ হলে চর্চা করো”। কোটি কোটি বছরের বৃদ্ধ পৃথিবীর মাত্র আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধের জন্ম। তিনি আকাশ থেকে পড়েন নি। অলৌকিক কোন জাদুর কাঠির সন্ধান ও তিনি পাননি। নিজের সাধনা বলেই মানব দুঃখ মুক্তির মার্গ লাভ করেছিলেন।

আজকের দিনটি পর্যন্ত অন লাইন কাগজ গুলো দেখে মনটা বেশ খারাপ হয়ে আছে। মানুষ মানুষকেই মারে, খুন করে। মানুষ মানুষকেই পৃথকিকরন করে। মানুষ মানুষকেই এক ছাউনির নীচে দেয়ালের এপার ওপারে ঠেলেদেয়। সাধারণ কেন যদি হয় তবে বলতে হয় শিক্ষার অভাব। জ্ঞানের অভাব। ধর্মীয় কেন হলে বলতে হয় ধর্মটাই গলদ, বিষ ফোঁড়া। জাক, বিষফোঁড়া নিয়ে কামড়া কামড়ি করে মরুক বন মানুষের দল। এই কথায় না গিয়ে বরং পুরনো দিনে নিজের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া এক কাহিনী বলি। খুব সম্ভবতঃ আমি নবম শ্রেণীতে পড়ি তখন। হিন্দু গ্রামের এক কোনায় একটি মুদির দোকান। দোকানের ঠিক একটু পেছনেই আমার বাল্য বন্ধুর বাড়ী। দোকানের এক কোনায় একটি স্টোভ জ্বালিয়ে চা বিক্রি করতো মুদি দোকানি। দোকানের পাশেই ছিল তাদের গ্রামের একমাত্র নলকুপ। গ্রামের বৌ ঝিয়েরা সেই নলকুপ থেকে পানীয় পানি সংগ্রহ করতে যেত। সেই চা দোকানে আড্ডা হতো গ্রামের সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, মজুর, রিক্সাচালক। পাশের গ্রাম থেকেও আসতো কেউ কেউ। পাশের গ্রাম অথাৎ ছড়ানো ছিটানো ভাবে দুটি মুসলিম গ্রাম। পাশের গ্রামের লোকেরা আসতো চায়ের সাথে সাথে এই গ্রামের দুই একটি সুন্দরী বৌ ঝিকেও এক পলক দেখার জন্য। যে দিনের ঘটনা, সেদিনের কথাই বলি। সমর হিন্দু ধর্মীয় সঙ্গীতে পারদর্শী। তড়িৎ বুদ্ধি নিয়েই এই গানের পালটা জবাবে গান গাইতে হয়। তড়িৎ বুদ্ধিতে সে বেশ ভালো ছিল বলে দুইচার গ্রামে তার বেশ নাম ডাক। গানের পাশাপাশি সে দিনমজুরী করতো। পাশের গ্রামের জমির পেশায় রিক্সা চালক। শুনেছিলাম তারা একে অপরের বন্ধু। চায়ের আসরে সে দিন কথা বলতে গিয়ে জমির বলেছিল, ওই সমইজ্যা(সমর) তুইতো বেটা খাস কৃষ্ণের গান গেয়ে। তোর এত্ত তারা কিসের? আর একটু বস। সমর বসেছিল। তাদের কথার এক পর্যায়ে চলে গেল ধর্ম বিষয়ে। জমির বলেছিল বেটা আজ শুক্রবার, তাই সকালে গাড়ী(রিক্সা) না চালিয়ে দুপুরে নামাজ পড়েই তারপর কাজে বেড়িয়েছি। দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ি আমি বেটা। সমর বলেছিল, বেশ ভালই করছিস, নিজের পেটে বাঁশ মেরে ধর্মের চেলা সেজেছিস বেটা বলদ কোথাকার। এই কথা বলার সাথে সাথেই জমির মুখ কালো করে বলে তুই কি বুঝবি নামাজ পড়ার মর্ম? সমর হেসে হেসে বলেছিল আমি বুঝি জমিজ্যা (জমির)। আমার প্রথম মেয়েটা মারা গেল চিকিৎসার অভাবে। আমার যদি টাকা থাকতো তবে আমি মেয়েকে সুস্থ করে তুলতে পারতাম। আমার এত রাধা কৃষ্ণ ভগবান ডাকা কি তাদের কানের কাছে গেছে? ফ্রি গান শুনিতে মানুষের মনে আনন্দ দিয়েছি, কিন্তু আমার বিপদে কেউকে পাইনি। আমার মেয়ে মরার পরে বুঝেছি সব কিছু শালা নিজেকেই করতে হয়। কেউ কারো নয়। তাই আগে পুণ্যের জন্য ধর্মীয় গান গাইলেও এখন আমি আর টাকা ছারা একটি শব্দ করিনা। টাকা দেবে গান গাইব। তখন জমির বলল, নিজের ধর্মটাকে ব্যবসা বানালি? সমর বলেছিল বেটা, তোরাতো সবাই সাক্ষাৎ এক এক জন আল্লা ব্যবসায়ী। রাগ করিস না। শোন মন দিয়ে, আমি কি বলতে চাইছি। জমির শুনছে। সমর বলল, দিনে পাঁচবার নামাজ পড়িস, কি ঠিক ? নিজের পেটকেই এক একবার বাঁশ মারছিস দিনে পাঁচবার করে। যেমন : ভোর সকালে নামাজ পড়িস। সারাদিনের কর্মক্লাস্তি নিয়ে ঘুমাতে জাস পরের দিনের জন্য শরীরটাকে চাঙ্গা রাখতে। ভোর সকালের সুখনিদ্রাটাকে বাঁশেমেয়ে শরীরটাকে ক্লাস্তির দিকে ঠেলে দিস। দুপুরে মানুষ কাজ কর্ম করে হয়রান পেরেশান হয়ে বাড়ীতে আসে একটু বিশ্রাম নিতে। আর তুই জাস সেই বিশ্রামের পশ্চাদে বাঁশ মারতে। দুপুরে একটু ঝিমিয়ে বিকেলের দিকে মানুষ কাজে মন দেয় আর তুই কাজ না করে জাস তোর না-আয়ের বাঁশটা ধারালো করতে। সন্ধ্যায় তোর কাজে অনেক টাকা, ঘরেফেরা যাত্রী বহন করে, তখন তুই জাস ঘোড়ার ঘাষ কাটতে। সারাদিনের কর্মক্লাস্তি নিয়ে ঘরে ফিরিস

সন্ধ্যায় একটু বিশ্রাম নিবি বলে, আর তখনই তুই জাস মাটিতে নাক ঘসতে। নামাজে তোর কি দরকার। যখন সময় পাবি তখন করবি। ভগবান না করুক, আজ যদি তোর নৌটার কোন মরণ ব্যাধি হয় তখন কি করবি? টাকা ছাড়া কে চিকিৎসা করবে। এই পাগলামী না করে যদি তুই দিনে দশটা টাকা বেশী আয় করিস তো সে টাকা তোর বিপদের দিনে কাজে আসবে। ভেবে দেখ ভালো বললাম কিনা? তখনো গল্প চলছিল। আমার শোনার সময় ছিলনা।

সমর বুঝেছিল নিজে, নিজের সন্তান হারিয়ে। এই মতিভ্রম পাগলের দেশে পাগলের মেলায় কি পাগলেরা বুঝবে যে, কর্মই মানুষের বাহুবল!!!

বাংলাদেশের কাদিয়ানি। বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান সহ সব তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যালঘু নাগরিকের নতুন বন্ধু আজকের কাদিয়ানীরা। খুনের বদলা খুন নির্যাতনের বদলা নির্যাতন কখনো সুখের হয়না। অনেক রক্ত ঝরে। আমার মনে হয় এই নতুন সংখ্যালঘু বন্ধুরা আজকের দিনে নিজেদের জীবনের মোড়কে ঘুরিয়ে দাড় করাতে পারে। একবার ভেবে দেখুন ধর্ম যদি হয় শান্তি ও সাম্যের তবে বিভেদ কেন? এই বিভেদের ধর্ম ত্যাগ করে নিজেদের পছন্দ মত কোন ধর্ম পালন করুন। যদিও আমি মনে করি দুর্বল মানুষের জন্য ধর্ম নামের অদৃশ্য খুটির দরকার হয়। আমি কর্মে বিশ্বাসী, কাজ আর আমার ন্যায়পরায়নতা আমার শক্তি। সেই সূত্রে বৌদ্ধ ধর্ম বেশ বাস্তববাদী। ভেবে দেখতে পারেন। সংঘাতে সংহাত হবে, হয়। কাজের কাজ কিছুই হয়না। শত্রুতার দমন মিত্রতায় হয় মাত্র। আপনারা যাদের দ্বারা নিগ্রীহিত অপমানিত সেই জোশ ওয়ালা পাগলদের আস্তানা থেকে পুরোপুরি বের হয়ে যাবেন তখন এই বিষয়ে কেউ শত্রু থাকার তো কথা নয়। (আমি কিছু মানুষকে বাদ দিয়ে বলি জোশ ওয়ালা কথাটা)

ধ্যান বা বিদর্শন ভাবনা বৌদ্ধ ধর্মের জনক বুদ্ধের জগৎ আলোকিত সৃষ্টি। রাজকুমার সিধার্থের বুদ্ধত্ব লাভের আগে সনাতন মুনিঋষিরা তপস্যা করতেন। এতে কেউ কখনো কোন ফল পায়নি সঠিক পন্থার অভাবে। বুদ্ধের বিশ্বজয়ী মার্গফল লাভের পর থেকেই আজ পর্যন্ত মানব সমাজ ধ্যান করে যাচ্ছেন। দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলে দেখা যায় বাংলাদেশে বেশ কিছু দুরারোগ্যের চিকিৎসায় বৌদ্ধ ধর্মের শাস্ত্রীয় মতে ডাক্তারেরা ধ্যান দানের প্রচলন করে আসছেন বেশ কয় বছর ধরে। এখনো বিস্মৃতি পায়নি যদিও। এই ধ্যানে রোগের উপশম হয় কিনা আমি জানি না। তবে আত্মার উৎকর্ষ সাধন হয় বলতে পারি। নিজেকে নিজের করায়ত্তে রাখা যায় নিশ্চিত। উশৃঙ্খল চিত্ত দমিত রাখা যায়। সে যাহাই হোক মনে মনে ভাবি, হয়তো ঘরের ছেলেরা ঘরেই ফেরা শুরু করেছে আবার। কেননা বাংলা ভূখণ্ডে এছালামের আগে ছিলইতো বৌদ্ধরা, হিন্দুরা। দেশে এখনো ছড়ানো ছিটানো বৌদ্ধদের প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন। নতুন সংখ্যালঘু বন্ধু কাদিয়ানিরা সাতশো বছর পেছনের কথা ভেবে দেখুন, মনে কস্ট হবে না। তখন আপনাদের পূর্ব পুরুষেরা প্রাণ বাঁচাতে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিল, আজ সাতশো বছর পরে আবার প্রাণ বাঁচাতে নিজেদের আসল অস্তিত্বে ফিরে আসতে বাধা কোথায়? পাগলা কুকুর কামড় দেবেই, তাই বলে কি মানুষ হয়ে কুকুরকে কামড়ানো যায়?

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক। শান্তিতে থাকুক।

১২/১/২০০৮